সংবাদ

তারিখ 17 SEP 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দ বাড়াতে হবে

দেশে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে অবহেলিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষায় অবকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫১২ কোটি টাকা। শিক্ষা অবকাঠামোয় মোট ব্যয়ের তুলনায় এটা মাত্র ৩.৭৩ শতাংশ। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রতুল বরাদ্দের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। অনেক বিদ্যালয়ে ভবন নেই। দেশের অনেক এলাকায় খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে বাধ্য হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কোন বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হলেও নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যেই তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড নেই। পয়োব্যবস্থা বা সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই অনেক বিদ্যালয়ে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৬ হাজারেরও বেশি। বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ থাকা উচিত প্রাথমিক শিক্ষায়। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা দেশগুলোতে এটাই দেখা যায়। অথচ বাংলাদেশে চিত্রটি উল্টো। এমনিতেই দেশে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ কম। যৎসামান্য বরাদ্দের মধ্য থেকেও যদি প্রাথমিক শিক্ষায় ন্যূনতম বরাদ্দও না থাকে তবে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাই মুখ থুবড়ে পড়ে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হচ্ছে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ১৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার বাকি সব দেশের চেয়ে এ ব্যয় সবচেয়ে কম। শিক্ষার পেছনে যৌক্তিক ব্যয় না বাড়িয়ে দেশ উন্নতি করবে কী করে সেটা একটা প্রশ্ন। শুধু রাস্তাঘাট আর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করলেই দেশ উন্নত হয়ে যায় না। কোন দেশকে উন্নত করতে হলে অবশ্যই সে দেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতি করতে হবে।

শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করা সম্ভব নয়। বছর বছর দেশের জিডিপি বাড়ছে অথচ এখনো অনেক বিদ্যালয়ে ভবন নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নেই। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। বাজেটের আকার বাড়ায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বেড়েছে তবে শতকরা হিসাবে বরাদ্দ অত্যন্ত হতাশাজনক। ইউনেস্কোর মতে শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ বরাদ্দ থাকা উচিত। সেই হিসাবে সরকারকে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এজন্য অনুন্নয়ন ব্যয় কমাতে হবে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ন্যূনতম একটি অংশ যেন প্রাথমিক শিক্ষায় বা এর অবকাঠামো তৈরিতে ব্যয় হয় সেটা নিশ্চিত করা দরকার। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। দেখা যায় অবকাঠামো নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। এ কারণে ভবন নির্মাণ করতে না করতেই তাতে ফাটল তৈরি হয় বা ছাদ নষ্ট হয়ে ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ কয়েক বছর যেতে না যেতেই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি অনিয়ম-দুর্নীতিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
পরিসংখ্যান বিভাগ
ইউ.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর